মানব সভ্যতার অবসান না নতুন পথের সন্ধান

"কেন মরে গেল নদী
আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি ধরিবারে পাইবার নিরবধি
তাই মরে গেল নদী "

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ মানুষ পৃথিবীর "শ্রেষ্ঠ" জীব । মানুষের "প্রতিরক্ষার" জন্যে বছরে ব্যয় হচ্ছে ২ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি; হাতে ৭০ হাজারেরও বেশি নিউক্লিয়ার বোমা, প্রতিদিন আসছে Rafale jet ,mk74 আর কতো নতুন কি না কি আমাদের "সুরক্ষার" জন্যে। এরা কি পারলো আমাদের বাঁচাতে !!
সভ্যতার সামনে প্রশ্ন চিহ্ন ঝুলছে খাঁড়ার মতো ।

হারারি তাঁর "সেপিয়েন্স" গ্রন্থে বলেছেন, মানুষের বিবর্তনে প্রতিস্থাপন তত্বই এখনো পর্যন্ত সর্বজন গ্রাহ্য , অর্থাৎ হরিণ , হাতি এমনকি বাঘ বা সিংহের ও বিভিন্ন প্রজাতি বর্তমান; কিন্তু মানুষের একটাই - হোমো স্যাপিয়েন্স । ৭০০০০ থেকে ২০০০০ বছর আগে মানুষ একে একে তার অন্যান্য ও প্রজাতি গুলি **- হোমো ইরেক্টাস, হোমো হেবিলিস, হোমো নিয়েন্ডারথাল** প্রভৃতি কে কাতারে কাতারে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করেছে । হোমো স্যাপিয়েন্স - এর "বিজয় রথের চাকা" যেখান দিয়ে গেছে সেখানেই বিলুপ্ত হয়েছে হাজার হাজার বৃহৎ প্রাণী গুলি - **ম্যামথ, ইমু ,ডোডো , মেগাথেরিয়াম** প্রভৃতি ।
মানুষের প্রকৃতিই কি প্রকৃতির ধ্বংসাধন ?

ইউরোপের রেনেসাঁ কালে শব্দকোষে আসে এক নতুন শব্দ "মানবতাবাদ" । মধ্যযুগীয় ঈশ্বরাধীন দর্শন ছিঁড়ে ফেলে শুরু হয় মানুষের প্রকৃতিকে দাস বানানোর "জয় যাত্রা" । দিগদিগন্ত থেকে কলরব ওঠে **"সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই"**

"মনুষ্যত্বের" ছোঁয়ায় আসে শিল্প বিপ্লব; গলতে থাকে মেরু অঞ্চলের বরফ , বাড়ে পৃথিবীর উষ্ণতা, ক্ষয়িষ্ণু হয় বনাঞ্চল । আজ বন্যদের স্থান বনে নয় চিড়িয়াখানায় । তাহলে,**"মনুষ্যত্বই" কি প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ?**
"প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তর তো জানা" !!

জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে কমছে বনাঞ্চল, কমছে বন্যপ্রাণী। বন্যপ্রাণী থেকে মানুষের ওপর ভর করেছে এক নতুন আতঙ্ক Covid-19. পৃথিবী জুড়ে স্লোগান উঠেছে **"সেরে ওঠো পৃথিবী"।** ইন্টারনেটে ভেসে উঠছে ভেনিসে ডলফিন ফিরে আসছে, সিঙ্গাপুরে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখি, নয়ডার রাস্তায় খাদ্যের সন্ধানে নির্ভীক অ্যান্টইটার। ক্ষীণ হচ্ছে ওজন গহ্বর, বিশুদ্ধ হচ্ছে বাতাস। তাহলে **সত্যি কি করোনা সমগ্র বিশ্বের সমস্যা না শুধু মানবজাতির ?**

বিশ্বে দিনে গড়ে ৩৫০০০ এর বেশি মানুষ স্রেফ অনাহারে মারা যায়, এদিকে বিশ্বের ২৪ কোটির বেশি মানুষ ওভারওয়েট। শুধু ভারতেই ৬৯% শিশু অপুষ্টির কারণে মারা যায়। সম্প্রতি ব্রাজিল সরকার খনিজ উত্তোলনের নামে জ্বলিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর ফুসফুস আমাজন, জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক- এর ১/৩ অংশ উত্তরপ্রদেশ সরকার চেয়েছে খনিজ উত্তোলনের জন্য, আরাবল্লী পর্বতের ৩৩ টি চূড়া ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়েছে ভারত সরকার বক্সাইট উত্তোলনের নামে। প্রশ্ন করলে উত্তর আসে..." **অর্থনীতির বিকাশের জন্য"**
পিট সিগার বলেছেন,
"What will they do when their system go to smash
There's no value to their cash
There's no money to be made
That there's a world to be repaid"

অর্থাৎ প্রশ্ন উঠেছে, **করোনা না কি সমাজ ব্যবস্থা কে অচল করেছে না অচল সমাজব্যবস্থাকে তুলে ধরেছে ?**

দার্শনিক ফুকো বলেছেন,
"আসুন আমরা পেছনের দিকে এগিয়ে চলি সেটাই হবে আমাদের এগিয়ে থাকা "।
একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় **করোনা** মানবজাতির বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিবাদ!
বব ডিলান বলেছেন,

"Progress is a decying process"আসুন **করোনার** কথা মাথায় রেখে আমরা ভোগবাদী আদর্শ বর্জন করে ফিরে যাই প্রকৃতির কাছে, আমাদের শিকড়ের কাছে; সুস্থ করে তুলি আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক গুলো কেউ -- দীর্ঘস্থায়ী ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নতুন করে সাজিয়ে তুলি এই সুন্দর পৃথিবীতে!

তোমার রক্তে রাঙা এই দেশ
তোমার কান্নার জলে পরিশুদ্ধ এই সমাজ
তোমার আঁচলে মোড়ানো এই ভুবন
যতবার হারি তোমারই কাছে ফিরে আসি !!

- দেবজ্যোতি